ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নারীর অভিজ্ঞতায় দুর্নীতি:
বাংলাদেশের দুইটি ইউনিয়নের চিত্র

www.ti-bangladesh.org

গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে দুর্নীতির ব্যাপকতা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব সমাজের সকল স্তরের মানুষের ওপর, বিশেষকরে ক্ষমতা কাঠামোর বাইরে অবস্থানকারী দরিদ্র বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর এই নেতিবাচক প্রভাব সবচেয়ে বেশি। দরিদ্রতর হিসেবে নারীর ওপর দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব অনেক বেশি হয় বলে ধারণা করা হয়। নারীরা সরকারি সেবা ও অর্থ সম্পদে অভিগম্যতা, অধিকার নিশ্চিত করা ও অবমাননা থেকে সুরক্ষা পাওয়ার জন্য আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয় যা সুশাসন ও উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের সাথে নারী অধিকার আন্দোলন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দুর্নীতি মোকাবেলায় নারী যে ধরনের কৌশল অবলম্বন করে তা উদঘাটন করা হলে তা দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, এবং নারীর দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দিক (যেমন ধরন, কৌশল ও প্রভাব) বিশ্লেষণ দুর্নীতি প্রতিরোধে নারীবান্ধব নীতি নির্ধারণে সহায়তা করবে। সর্বোপরি এ ধরনের একটি গবেষণা দুর্নীতির সাথে নারীর সম্পর্ক বোঝার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে এবং একটি জেন্ডার-সংবেদনশীল দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

গবেষণা পদ্ধতি ও সময়

এ গবেষণায় গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা চিহ্নিত করার জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস ২০১০) তথ্যের ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত কম দারিদ্র্যপীড়িত একটি এবং অন্যদিকে অতি দারিদ্র্যপীড়িত একটি ইউনিয়নকে বেছে নিয়ে চারমাসব্যাপী অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, বই ও প্রবন্ধ, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা, সরকারি প্রতিবেদন, এবং সংবাদ-মাধ্যম ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও বিশ্লেষণ পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ২০১৩ সালের জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, এবং ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে গবেষণার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

গ্রামীণ নারীদের চোখে দুর্নীতি

"সেবাদাতা যদি চায় তাহলে তা ঘুষ, নিজে থেকে দিলে তা ঘুষ নয়"।

পারিবারিক কয়েকটি বিষয় (যেমন বঞ্চনা, বৈষম্য ও নির্যাতন) দুর্নীতি।

আর্থিক বিষয়ের মধ্যে বাবা/স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমির দখল না পাওয়া, এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমি বাজারদরের চেয়ে কম দামে ভাইদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হওয়া দুর্নীতি।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে আত্মসাৎ, যেমন ঋণের টাকা, স্বামীর টাকা আত্মসাৎ করাও দুর্নীতি।

অর্থনৈতিকভাবে নয় তবে অন্য কোনো মাধ্যমে সুবিধা দেওয়া বা আদায়ও দুর্নীতি, যেমন- যৌন হয়রানি বা নিপীড়ন যার মাধ্যমে কোনো সেবা বা সুবিধা দেওয়া হয়।

নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা

দুর্নীতির শিকার হিসেবে নারী

বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক খাতে সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে নারীর প্রত্যক্ষ দুর্নীতির অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। পল্লি অঞ্চলে নারীরা বিভিন্ন সেবা খাত যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা (পুলিশ), এনজিও, বিচারিক সেবা, ভূমি, ব্যাংক, পল্লি বিদ্যুৎ ইত্যাদি খাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়। এক্ষেত্রে সেবা নিতে গিয়ে নারীরা নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত অর্থ আদায়, প্রতারণা, স্বজনপ্রীতি ও দায়িত্বে অবহেলার শিকার হয়ে থাকে। এছাড়া এসব খাতে নারীদের জন্য বিশেষায়িত সেবা গ্রহণ করার সময়ও দুর্নীতির শিকার হয়।

দুর্নীতির মাধ্যম হিসেবে নারী

প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অংশ হিসেবে নারীদের ব্যবহার করার তথ্য পাওয়া যায়। ইউনিয়ন পরিষদ, পরিবার, ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়, উপজেলা স্বাস্থ্য কার্যালয়, উপজেলা হিসাবরক্ষণ কার্যালয়, এবং ব্যাংকে সংশ্লিষ্ট নারী কর্মীর মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্থ আদায় করা হয়, যার প্রতিটি ক্ষেত্রে এসব অর্থ আদায় দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ফলাফল।

দুর্নীতির সংঘটক হিসেবে নারী

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবাদানকারীর অবস্থানে থেকে নারীদের একটি অংশ দুর্নীতিতে সংঘটক হিসেবে জড়িত থাকেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্ম সম্পাদনে ও চাকরি পাওয়ার জন্য টাকা ঘুষ দেওয়ার কথা জানা যায়। এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নারী তার প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান ও ক্ষমতাকে ব্যবহার করে দুর্নীতি করে থাকে।

নারীদের অভিজ্ঞতায় দুর্নীতির ধরন

- আর্থিক দুর্নীতি যেখানে ঘুষ, জোর করে আদায় (চাঁদাবাজি), আত্মসাৎ, বা প্রতারণার মাধ্যমে আর্থিক লেন-দেন হয়ে থাকে।
- লৈঙ্গিক পরিচয়ভিত্তিক দুর্নীতি যেখানে পুরুষ সেবাদাতা যৌন সুবিধার বিনিময়ে কোনো প্রাপ্য সেবা বা সুবিধা দেওয়ার জন্য নারী সেবাগ্রহীতাকে যৌন নিপীড়ন ও যৌন হয়রানি করে।
- সরাসরি আর্থিক নয় এমন দুর্নীতি যেমন সেবাগ্রহীতাকে সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে দায়িত্বে অবহেলা ও খারাপ ব্যবহার, হয়রানি, প্রভাব বিস্তার ও স্বজনপ্রীতি। এসব ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার বা সংঘটক আর্থিক লাভ-ক্ষতির সম্মুখীন হয় না, তবে সেবা প্রাপ্তিতে তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

দুর্নীতি প্রতিরোধে নারীর কৌশল

নারীরা দুর্নীতি প্রতিরোধে কয়েক ধরনের কৌশল নিয়ে থাকে বলে তথ্য পাওয়া যায়। নারীদের একটি ক্ষুদ্র অংশকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়, যেখানে অন্য একটি অংশ দুর্নীতিতে জড়িত হতে অস্বীকার করে। এক্ষেত্রে হয় তারা নিজেরা দুর্নীতি করে না, অথবা সংশ্লিষ্ট সেবাকেন্দ্রে পরিবারের পুরুষ সদস্যকে পাঠানোর মাধ্যমে নিজে দুর্নীতির মুখোমুখি হওয়া থেকে বিরত থাকে। নারীদের আরেকটি অংশ পরিবারের বা পরিচিত পুরুষ সদস্যকে সাথে নিয়ে সেবাকেন্দ্রে যায় বা সেবার জন্য যোগাযোগ করে, যাতে ঐ পুরুষ সদস্য সংশ্লিষ্ট সেবাদাতার সাথে দর-কষাকষি করতে পারে।

নারীর ওপর দুর্নীতির প্রভাব

ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে প্রভাব: দুর্নীতির একটি চরম ক্ষতিকর প্রভাব নারীর মৃত্যু। এছাড়া দুর্নীতির কারণে নারীদের শারীরিক ক্ষতিও হতে পারে, যেমন ভুল চিকিৎসার কারণে জরায়ু কেটে ফেলা, অনুপযোগী জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি স্থাপন, এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়া। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আরেকটি ক্ষতিকর প্রভাব হচ্ছে আর্থিক ক্ষতি। দুর্নীতির কারণে নারীর অতিরিক্ত ব্যয় হয় (ঘুষ দেওয়া বা অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের কারণে), এবং তার নির্ধারিত প্রাপ্য পায় না । কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর পরিবারের ওপর অর্থনৈতিক চাপ তৈরি হয়। এছাড়া ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নারী দুর্নীতির কারণে তার প্রাপ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

তবে অন্যদিকে দুর্নীতির ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীরা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হয়। এটি হয় নারী নিজে দুর্নীতি করার কারণে, যার ফলে হয় সে আর্থিকভাবে লাভবান হয়, অথবা দুর্নীতির মাধ্যমে তার কাজ আদায় হয়।

সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাব: দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ফলে নারীরা দুর্নীতিকে স্বাভাবিক, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করে। ফলে সমাজে বিশেষকরে নারীদের মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব হিসেবে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব: দুর্নীতির কারণে নারীর ক্ষমতায়ন ব্যাহত হয়, বিশেষকরে স্থানীয় সরকার খাতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির পেছনে তাদের ক্ষমতায়নের যে উদ্দেশ্য তা ব্যাহত হয় দুর্নীতির কারণে।

নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতার কারণ

পুরুষতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামো	নারী সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা
	জেন্ডার ভূমিকা
	লৈঙ্গিক পরিচয়
	সামাজিক রীতি-নীতি - বহুবিবাহ; যৌতুক; বাল্যবিবাহ; তালাক/পরিত্যাগ
	বৈষম্যমুলক আইন
	প্রশাসনিক কাঠামো
অভিগম্যতার ঘাটতি	বিভিন্ন খাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণ - প্রতক্ষ; পরোক্ষ
	তথ্য/শিক্ষা - বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্য (সেবাদাতা হিসেবে, সেবাগ্রহীতা হিসেবে)
	যোগাযোগ ব্যবস্থা - ভৌত অবকাঠামো; প্রযুক্তি
ক্ষমতায়নের ঘাটতি	রাজনৈতিক - প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদা; সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা; দলীয় অবস্থান
	অর্থনৈতিক - অর্থনৈতিক অবস্থা; আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ
	সামাজিক - অবস্থান; যোগাযোগ; সচেতনতা; ধর্মীয় পরিচয়
সুশাসনের ঘাটতি	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি
	অংশগ্রহণের ঘাটতি
	আইনের শাসনের ঘাটতি

গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণ

দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

তৃণমূল পর্যায়ে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে। ভূমি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা (পুলিশ), বিচারিক সেবা বা স্থানীয় সরকার খাতের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেবাগ্রহীতাদেরকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ও নির্দিষ্ট হারে অর্থ দিতে বাধ্য করা হয়। ফলে দুর্নীতিকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে দেখা হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নেওয়া হয়, এবং সাধারণ জনগণ একে স্বীকার করে নেয়। পল্লি নারীরাও এ ধারণার ব্যতিক্রম নয়। দুর্নীতির এই প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ফলে নারী হিসেবে তারা তাদের প্রাপ্য পায় না।

দুর্নীতি সম্পর্কে গ্রামীণ নারীর স্বতন্ত্র ধারণা

দুর্নীতি সম্পর্কে গ্রামীণ নারীর স্বতন্ত্র ধারণা রয়েছে। তারা আইন ও সমাজ দ্বারা আরোপিত ক্ষমতার অপব্যবহারকে দুর্নীতি হিসেবে চিহ্নিত করে, যার ফলে তাদের দুর্নীতির ধারণার মধ্যে বঞ্চনা (উত্তরাধিকার ও ভূমির ওপর অধিকার), বৈষম্য (প্রাপ্যতা, সম্পদের ক্ষেত্রে), এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতনও অন্তর্ভুক্ত।

নারীর দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ততার বিভিন্নতা

নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা বিভিন্ন মাত্রার, যেমন সম্পৃক্ততার দিকে থেকে, দুর্নীতির ধরনের দিক থেকে এবং খাতের দিক থেকে। সম্পৃক্ততার দিক থেকে নারী দুর্নীতির শিকার, সংঘটক, মাধ্যম ও সুবিধাভোগী হতে পারে, যা নির্ভর করে তার আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও অন্যান্য নিয়ামকের ওপর।

নারীর লৈঙ্গিক পরিচয়ের কারণে দুর্নীতির ক্ষেত্রে ভিন্ন মাত্রা যোগ

নারীর লৈঙ্গিক পরিচয় তার দুর্নীতির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। নারী হওয়ার কারণে দুর্নীতির শিকার হওয়ার সময় বিশেষ কোনো ছাড় পায় না, তবে ক্ষেত্রবিশেষে নারীকে বেশি দুর্নীতির শিকার হতে হয়, অথবা বিশেষ ধরনের দুর্নীতির মোকাবেলা করতে হয়, যেমন যৌন সুবিধার বিনিময়ে সেবা প্রাপ্তি।

গ্রামীণ নারীদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতার নিয়ামক

গ্রামীণ নারীদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যেসব নিয়ামক ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে রয়েছে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো, ক্ষমতায়ন, অভিগম্যতা ও সুশাসনের ঘাটতি। দেখা যায় ক্ষমতা-কাঠামোয় ওপরে অবস্থানকারীদের দ্বারা নারীরা দুর্নীতির শিকার হয়, এবং প্রান্তিক নারীদের (দরিদ্র, পুরুষ অভিভাবকহীন, বয়োবৃদ্ধ, অমুসলিম) দুর্নীতির শিকার হওয়ার ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি।

দুর্নীতি মোকাবেলায় নারীদের নিজস্ব কৌশল

গ্রামীণ নারীদের দুর্নীতির বিদ্যমান কাঠামোর মধ্যেই মোকাবেলায় নিজস্ব কৌশল রয়েছে। নিয়মতান্ত্রিকভাবে সেবা পেতে বা নিয়ম-বহির্ভূত কোনো সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো কোনো নারী তার সামাজিক অবস্থান, পরিচিতি, সৌন্দর্যকে ব্যবহার করে। তবে নারীদের একটি অংশ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদ করে বা উদ্যোগ নিয়ে থাকে।

সুপারিশ

নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে

- দুর্নীতির সাথে নারীদের সম্পৃক্ততা আরও ভালভাবে বোঝার জন্য, বিশেষকরে শহরাঞ্চলের চিত্র, দুর্নীতির সংঘটক হিসেবে নারীদের সম্পৃক্ততার কারণ, দুর্নীতির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পার্থক্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে আরও বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন।
- নারীর সংবিধান-প্রদত্ত সম-অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এর সম্মানজনক স্বীকৃতি ও কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও এ সংক্রান্ত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা কার্যকর করতে হবে।
- নারীর দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মক্ষেত্রসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান, আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীর পূর্ণ ও সম-অংশগ্রহণ, এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের কাজের পরিধি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে, যেন তা সমতাভিত্তিক ও আনুপাতিক হয়।
- প্রযোজ্য খাতে/প্রতিষ্ঠানে 'ওয়ান স্টপ সেবা'র প্রচলন করতে হবে।

বাস্তবায়ন পর্যায়ে

- যেসব প্রতিষ্ঠানে নারীরা সেবা নিতে যান সেসব প্রতিষ্ঠানের সেবা, বিশেষকরে নারীদের জন্য প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে জেন্ডার সংবেদনশীল পদ্ধতিতে তথ্য প্রচার করতে হবে, এবং নারীদের তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।
- নারীদের জন্য বিশেষ সেবার কার্যকর প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ মনিটরিং ও জবাবদিহিতা জোরদার করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ সংক্রান্ত তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করতে হবে।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নারীদের জন্য প্রদত্ত বিশেষ সেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তদারকি বাড়াতে হবে।
- সবগুলো সেবাখাতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের (ডিজিটালাইজেশন) মাধ্যমে দুর্নীতি করার সুযোগ কমিয়ে আনতে হবে।
- সব সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে অভিযোগকারীর পরিচয় গোপন রাখার নিশ্চয়তাসহ অভিযোগ করার একটি নারী-বান্ধব ব্যবস্থা থাকতে হবে। অভিযোগের ভিত্তিতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে আইনের শাসনের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি- ০৫, রোড- ১৬ নতুন (২৭ পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৯
ফোন: +৮৮০-২-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২, ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org, ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org, ফেসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh

সহযোগিতায়

Embassy of Denmark

EMBASSY OF SWEDEN

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

UKaid from the British people